সে যে অমৃতের পরশ পেয়েছে ; সুন্দর যে আজ তাকে অভিনন্দিত করেছে—তাই আজ তাকে এই বলে' নমস্কার জানাচ্ছি :—

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর ;
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উড়িয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো ;
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ-অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বিনীত
শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা।
ক্যানিং হোষ্টেল।

রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ফুটিয়ে তোলাই তাঁর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র। কাব্যশক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, সেখানটিতেই সে বীণার ঝঙ্কারের মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যায়। কাব্য প্রথমত বাক্য ও অর্থের সাহায্যে প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপরে মনোরাজ্যের মধ্যে অনন্ত-

রূপে প্রকাশ পায়, সেখানটিতেই কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দ হিসাবের রাজ্যকে অতিক্রম করে' কেবলি সঙ্গীতের সুর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে উঠে। কাব্যের গতি সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে অনন্ত অনির্ব্বচনীয়তার দিকে চল্‌ছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে অনেকটা অস্পষ্টতা অনুভব করা যায়। এর আর একটী কারণও আছে—তা কেবল সুরের আবেগ।

"সঙ্গীত-স্রোতে ভেসে যাই দূরে, খুঁজে নাহি পাই কূল।" তার কারণ গানের সুরে আমাদের মনে যে রস ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে তাকে কোন ধরাবাঁধা কথায় আমরা স্পষ্ট প্রকাশ কর্‌তে পারি না।

তিনি তাঁর "ফাল্গুনী" নাটকে এক জায়গায় বলেছেন, "আমার কবিতা বুঝিবার জন্য নহে, প্রাণে বাজিবার জন্য।" আবার তিনি ঐ নাটকেই আর এক স্থানে বলেছেন—"শিশু যখন জন্মায়, তখন সে কেঁদে উঠে, সেই কান্নার মানে কি ?—শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় সমস্ত জল, স্থল, আকাশ তাকে আহ্বান কর্‌ছে, এবং তারই উত্তরে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকু সাড়া দিয়ে উঠে।" তাঁর কবিতা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের আহ্বানের প্রতিধ্বনি। —অনেকে বলেন তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে যেন এক বীণার ঝঙ্কার অনবরত বাজে; তাঁর প্রত্যেক কথাবার্ত্তা যেন গানের ছন্দে গঠিত এবং গানই যেন তাঁর জীবনের সহচর। তিনি নিজে এক জায়গায় বলেছেন :—

"অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চির বিরহ বিষাদ আছে, সে এই সন্ধ্যাবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কি একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে' দেয়,—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে একটি ভাষা পরিপূর্ণ নীরবতা—অনেকক্ষণ চুপ করে'

অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয়, যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত পূর্ণ নীরবতা আপনাকে আর ধারণ কর্‌তে না পারে, সহিসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তা হ'লে কি একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর করুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত বেজে ওঠে।

আসলে তাই হচ্ছে। কেন না জগতের যে কম্পন কানে এসে আঘাত কর্‌ছে সে শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা কর্‌লে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্ম্মনি (harmony) কে মনে মনে একটি বিপুল সঙ্গীতের তর্জ্জমা করে' নিতে পারি।"

"প্রভাত সঙ্গীতের" পর তিনি কারোয়ারে বসিয়া "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক একটি নাট্য-কাব্য লিখেছিলেন।—এই নাট্য-কাব্যের প্রধান নায়ক এক সন্ন্যাসী, সে সংসারের সমস্ত মায়া ও স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করে একান্ত বিশুদ্ধচিত্তে অনন্তকে উপলব্ধি কর্‌তে চেয়েছিল; অবশেসে একটি বালিকা তাঁকে স্নেহপাশে বদ্ধ করে' সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌ল। যখন সন্ন্যাসী সংসারের মধ্যে এল তখন দেখ্‌ল "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেম লইয়াই মুক্তি" (Divinity can only be revealed by voluntarily submitting to limitations.)। যে পৃথিবীকে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ভেবেছিল তাই তার কাছে প্রেমের আলোর দ্বারা আনন্দময় এবং অসীম হয়ে দেখা দিল (It is the mystic craving of the great to become the love captive of the small, while the small has a corresponding thirst for the enthralment of the great.)। এই প্রকৃতির প্রতিশোধের

ভাবটাকে কবিবর আবার শেষ বয়সের একটী কবিতার ছত্রে প্রকাশ করেছেন :—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। কারোয়ার থেকে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর ; ছবি ও গানের সব কবিতাগুলি এই সময় লিখিত হয়। তখন কবিতাগুলি অনেকটা সরলভাব ধারণ করছিল এবং ভাষা ও ভাবগুলি সুস্পষ্ট হয়েছিল, ছন্দও নিয়মিত হয়েছিল। এই সকল কবিতার মধ্যে আপনার কল্পনাকে বাহিরের দ্রব্যের উপর স্থাপন করে দেখ্‌বার উল্লাস আছে। "ছবি ও গানের" এবং "কড়ি ও কোমলের" কবিতাগুলি সুখ-সৌন্দর্য্যময় ও স্বপ্নবৎ কল্পনা যুক্ত। এই সকল কাব্যে, বিশ্ববিধানের যা কিছু বৈচিত্র্য তাকে এক দিব্য চক্ষু ও আনন্দের একই গ্রন্থিতে বেঁধে কবি এক অপূর্ব্ব আনন্দময় মহান রাজ্যে উল্লাসে বিচরণ করেছেন। এই সব কবিতাগুলিতে ভাষার কি সুন্দর ভঙ্গি, হৃদয়েরই বা কি অপরিসীম আবেগ আছে যা মনকে মাতিয়ে তোলে।

কবি নিজেও বলেছেন—"আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু ও বর্ষণ, কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবল আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটীতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের পন্থা বন্ধ করিয়া, ছন্দ ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"কড়ি ও কোমলের" প্রাণ কবিতাটী কবি-হৃদয়ের ঐ পরিচয়ই, ব্যথা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

* * * *

তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই;
তোমরা ভুলিবে বলে' সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।"

"কড়ি ও কোমলের" চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি খুব সুন্দর ও মুক্তাধারার মত। কবি এই সকল কবিতায় কবিতা লেখার খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রবিবাবুর এই সকল কবিতাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, তিনি কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসক; তিনি কেবল সেই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুব দিতে চান—যে সৌন্দর্য্য জগতের সব অথচ সব নয়। এদের মধ্যে কবি কোন জিনিষ বর্ণনা করেন নি, কেবল রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে, তার সত্তায় নিজ সত্তা মিশিয়ে তন্ময় হয়ে তার রূপটি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন মাত্র। সেই রূপটী যেন আমাদের কাছে সদ্য-প্রস্ফুটিত নিহার-সিক্ত পুষ্পটীর মত।

আত্ম-বিস্মৃতি না হ'লে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয় না। এই আত্মবিস্মৃতি না হলে যাহা সুন্দর অনুভূতি সেই আত্মোপলব্ধির উদয় হয় না।

এই জন্যই কীট্‌স (Keats) বলেছেন—'O for a life of sensation rather than of thoughts. এই উপলব্ধিকে

চিন্তার আকারে কবি, 'কড়ি ও কোমলে'র "হৃদয়ের ধন" কবিতাটীতে লিখেছেন—

"কাছে যাই, ধরি হাত বুকে লই টানি,
তাহার সৌন্দর্য্য ল'য়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহু-পাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবস নিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া।"

কিন্তু এর মধ্যে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে তিনি স্বস্তি পেলেন না। ভোগের ভিতর দিয়ে সত্যের সন্ধান যেন তাঁর উদ্দেশ্য তাই ঐ একই কবিতায় বলেছেন :—

"নাই—নাই—কিছু নাই শুধু অন্বেষণ !
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া !
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে, শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রী গুণেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ
৪র্থ বার্ষিক বি, এ, ক্লাস।